আজকের কাগজ

তারিখ 3 0 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

36

সন্ত্রাসের কালো থাবায় প্রিয় শিক্ষাঙ্গন

গত ৩ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রধারীদের পদচারণা বেড়েছে। মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদের একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে প্রতিবছরই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা বাড়ছে, লাশের সংখ্যা বাড়ছে, আহত হচ্ছে শতশত ছাত্র।

'৯১ সালে সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণে মারা গেছে ২৪ জন, '৯২ সালে ২৫ জন এবং '৯৩ সালে মারা গেছে ৪০ জন। '৯১ সালে সংঘর্ষ হয়েছে ২০৮ দিন। মোট আহত হয়েছে ২০৩০ জন। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। '৯২ সালে সংঘর্ষ হয়েছে ২১৫ দিন। মোট আহত হয়েছে ১৬৬০ জন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো ৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। '৯৩ সালে সংঘর্ষ হয়েছে ২২১ দিন। মোট আহত হয়েছে ৩১৫২ জন। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা চললেও। তা নিরসনের ব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সন্ত্রাস দমনের জন্যে গঠিত সংসদীয় কমিটি কার্যকর থাকলেও বন্ধ করা সম্ভব হয়নি সন্ত্রাসী কার্যক্রম।

অভিযোগ রয়েছে, সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। কিছু রাজনৈতিক দল এবং নেতা সরাসরি সন্ত্রাসীদের লালন পালন করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত মফস্বল পর্যন্ত সবখানেই সন্ত্রাসীরা আশ্রয় হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে বেছে নিয়েছে। অন্যদিকে এই আশ্রয়ের ফলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের সাজা হচ্ছে না।

জরিপে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সারাদেশেই অস্ত্রধারীরা ক্রমশ শক্তিমান হয়ে উঠেছে। এরা দখল করে নিচ্ছে ছাত্র রাজনীতির মূলস্রোত। সাধারণ ছাত্রছাত্রী বিশেষত যারা হলগুলোতে থাকে, তারা সবচে' বেশি এদের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। চাঁদাবাজি থেকে এদের ভাগ্যে দৈহিক নির্যাতন পর্যন্ত জুটছে।

সব মিলিয়ে সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনে ডানা মেলেছে সন্ত্রাসের সংস্কৃতি। দফায় দফায় সন্ত্রাস নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। সংসদেও দীর্ঘ সময় ধরে সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু তবু শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস মুক্ত হওয়ার বদলে আরো বেশি সন্ত্রাস কবলিত হয়ে পড়ছে। যার ফলে প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনেই সন্তানদের পাঠানোর সময় অভিভাবকরা শংকায় থাকছেন।

প্রতিদিন তাদের ভয়, না জানি কখন তার সন্তানও সন্ত্রাসের হিংস্র থাবায় আক্রান্ত হয়।

ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে স্থায়ী আশ্রয় গেড়ে নিচ্ছে অস্ত্রধারী মাস্তানরা। অনেক ক্ষেত্রে এমনও ঘটছে, দলের সন্ত্রাসীদের নেতা-নেত্রীরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। দ্রুত এদিকে নজর দেয়া প্রয়োজন কেননা আমাদের ঐতিহ্যবাহী' শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রধারীদের কারণে তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে।

❖ অঞ্জন রায়